মেহেরপুর জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

এসময় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন সহ অন্যান্য বিএনপি নেতা এবং জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজন, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদলের সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্র দলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু, সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন সহ যুবদল, ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার স্থানীয় কাশিপুর সিরু মিয়ার ইট ভাটা চত্তরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু।

সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. এম.এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল, জেলা বিএনপির যুগ্ন-আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির যুগ্ন-আহ্বায়ক মো: আক্তারুজ্জামান, সদর থানার আহ্বায়ক অ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, ঝিনাইদহ পৌর শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, কোটচাঁদপুর পৌর শাখার আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল।

সম্মেলনে থানা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী এবং পৌর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এসময় উপজেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খাঁন লাভলু, ও পৌর বিএনপির সদস্য সচিব ফারুক হোসেন খোকন সহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে ভর্তি হলেন করোনা আক্রান্ত রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন বিএনপির এই নেতা। বুধবার করোনা টেস্ট করালে পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, সুচিকিৎসার জন্য রিজভীকে আজ স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি

করা হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, দলের মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সার্বক্ষনিক খোঁজখবর রাখছেন।

রুহুল কবির রিজভীর স্ত্রী আরজুমান আরা আইভী ও ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার সঙ্গে আছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

ওদের আত্মা ইয়াহিয়া খানের আত্মা, ওদের আত্মা টিক্কা খানের’

সরকারের মধ্যে ইয়াহিয়া খান ও টিক্কা খানের আত্মা ভর করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইয়াহিয়া, টিক্কা খানরা যে কাজ করেছিলেন, গোটা দেশকে অবরুদ্ধ করে হানাদার বাহিনী যে পৈশাচিকতা করেছিল, তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি আচরণ মিলে যায়। হানাদার বাহিনী যে গণহত্যা, নারী নীর্যাতনসহ যা কিছু করেছে তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের সব কিছু মিলে যায়। ওদের আত্মা হচ্ছে— ইয়াহিয়া খানের আত্মা। ওদের আত্মা হচ্ছে— টিক্কা খানের। ওরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, মানুষের নাগরিক অধিকার বিশ্বাস করে না। তাই তারা ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ সব কিছু বন্ধ করেছে।

বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচে এক দোয়া মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। ভাষাসৈনিক ও বিএনপির সাবেক মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ১০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

রিজভী বলেন, দেশে গুণী মানুষের কদর নেই। মুক্তিযোদ্ধারা আজ লাঞ্ছিত হচ্ছে সরকারের কাছে। ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার দিবস পর্যন্ত কোনো মিছিল মিটিং করতে দেবে না। এই গোটা সময়টাতে

মানুষ র্যালি করবে, কেউ আলোচনা সভা করবেন। কিন্তু তারা সব বন্ধ করে দিলেন। আওয়ামী লীগ যে চেতনার কথা বলে তার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই বলেই তো ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ সব সভা-সমাবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন। এটিই তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি কাজ। স্বাধীনতার মূল কথা হচ্ছে— মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা, মানুষ তা কথা বলবে নির্ভীকচিত্তে, এই নিশ্চিয়তা দেওয়া।

বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম আজাদের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, সহপ্রচার সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীম, খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য খোন্দকার আকবর হোসেন বাবলু প্রমুখ।

মওদুদ আহমদ আর নেই

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি হন মওদুদ। এরপর ১০ মার্চ সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেয়া হয়।

সে সময় মওদুদের একান্ত সহকারী মমিনুর রহমান সুজন বলেছিলেন, ‘স্যারের ফুসফুসে গত ১২ দিন ধরে পানি জমা হচ্ছে, যার কারণে ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। পাশাপাশি উনার

কিডনি জটিলতাও দেখা দিয়েছে।’

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪ দলীয় জোট সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৪০ সালের ২৪ মে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন মওদুদ আহমদ। তার বাবা মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ এবং মা বেগম আম্বিয়া খাতুন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ মওদুদ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে পুলিশি নির্যাতনের পর মওদুদ আহমদের ঠাঁই হয়েছিল কারাগারে। এই ঘটনা মনের অজান্তেই তাকে করে তোলে রাজনীতি সচেতন। ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের আপ্যায়ন সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অ্যাডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান প্রতিষ্ঠিত খেলাফত রব্বানীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশক্তির নেতা ছিলেন।

পেশাজীবী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে নানা ভূমিকায় নিজেকে রেখেছিলেন রাজনীতির কক্ষপথেই। বিএনপি আর জাতীয় পার্টি গঠনে পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। কারাভোগ করেছেন পাকিস্তান আমল, বঙ্গবন্ধু, এরশাদ, ওয়ান ইলেভেন ও মহাজোট সরকারের আমলে।

শিক্ষাজীবনে মওদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান পাস করে ব্রিটেনের লন্ডনের লিঙ্কন্স্ ইন থেকে অর্জন করেন বার-অ্যাট-ল। দেশে ফিরে হাইকোর্টে ওকালতির একপর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন আইনি লড়াইয়ে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আইনি লড়াই করতে খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউসিকে বাংলাদেশে আনতে রেখেছিলেন ভূমিকা। ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও ব্যারিস্টার মওদুদকে পোস্টমাস্টার জেনারেল নিয়োগ করে মুজিবনগর সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর দিকেও তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে।

মওদুদ আহমদ পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের জামাতা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এখানে পরীক্ষামূলকভাবে টিকা পাঠিয়েছে। তারা ভেবেছে- ‘দেখি এই টিকায় বাংলাদেশে কত লোক মারা যায়, তার পর আমরা আমাদেরটা দেব।’

আয়োজক সংগঠনের সদস্য ও বিএনপির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপুর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট নিপুণ রায়চৌধুরীর সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

স্বামীর দুর্নীতিতে কোটিপতি বিএনপি নেত্রী

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডির এসআই মো. নওয়াব আলী পুলিশে যোগ দিয়ে অঢেল সম্পদের পাহার গড়েছেন। তবে তার নিজের নামে তেমন কিছু নেই। তার দুর্নীতির টাকায় তার স্ত্রী বিএনপি নেত্রী গোলজার বেগম এখন কোটিপতি।

দুদকের করা একটি মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমান এসআইয়ের কোটিপতি স্ত্রী গোলজার বেগমকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। এর আগে সকালে গোলজার বেগম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু তার আবেদন নাকচ করে দেন বিচারক।

গোলজার বেগম নগরীর খুলশী থানার লালখান বাজার চানবাড়ির বাসিন্দা। তিনি চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক। তার স্বামী নওয়াব আলী ঢাকায় সিআইডির এসআই পদে কর্মরত।

নওয়াব আলীর গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ সদরের কেকানিয়ায়। ১৯৯২ সালে কনস্টেবল পদে যোগ দেন তিনি। পরে প্রমোশন পেয়ে এসআই হয়েছেন। নওয়াব আলী দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা কামালেও তার মালিক সাজিয়েছেন স্ত্রীকে।

দুদক সূত্র আরও জানিয়েছে, নওয়াব আলী তার গ্রামের বাড়িতে নিজের নামে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ জমির ওপর একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। আর স্ত্রী গোলজারের নামে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ছলিমপুরে ৩৫৪ শতক জমি কিনেছেন। চট্টগ্রাম শহরের লালখানবাজার এলাকায় পার্কিংসহ এক হাজার ১০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, একই এলাকায় ৪ শতক জমি রয়েছে স্ত্রীর নামে। এ ছাড়া গোলজারের নামে একটি মাইক্রোবাসও রয়েছে।

তবে দুদকে জমা দেওয়া হিসাব বিবরণীতে গোলজার দাবি করেছেন, তিনি মিরসরাইয়ের পশ্চিম ইছাখালীর মদ্দারহাটে স্থানীয় সাতজনের সঙ্গে চুক্তি করে একটি জলমহাল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করেছেন। গোলজার বেগম মাছ চাষ করে এক কোটি ১০ লাখ আয় টাকা করেছেন বলে কাগজপত্রে দেখিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে মাছ চাষের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও কর কর্মকর্তারা ‘মাছ চাষ করা হয়’ মর্মে প্রতিবেদন দেন।

এ ঘটনায় এসআই নওয়াব আলী, তার স্ত্রী গোলজার বেগম, কর অঞ্চল-১ চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) বাহার উদ্দিন চৌধুরী ও কর পরিদর্শক দীপংকর ঘোষকে আসামি করে আদালতে দুদক অভিযোগপত্র দেয়। অভিযোগপত্র গ্রহণ করে এই চার আসামির বিরুদ্ধে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

পত্রিকায় এ-সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পর আসামি গোলজার বেগম আজ আত্মসমর্পণ করেন। এ মামলায় আগামী ৬ এপ্রিল শুনানির পরবর্তী তারিখ ধার্য রয়েছে বলে দুদকের আইনজীবী মাহমুদুল হক জানিয়েছেন।

আরও ৬ মাস জেলের বাইরে থাকবেন খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ আগের শর্তে আরও ছয় মাস বাড়ানোর সুপারিশ করে মতামত দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ সম্পর্কিত নথিতে অনুমোদন দিয়েছেন। নথিটি

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে তাকে আবারও কারাগারে পাঠানো হয়। এভাবে কয়েক দফায় তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এবং হাসপাতাল থেকে কারাগারে নেওয়া হয়। মামলা দুটিকে ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যা দিয়ে বিএনপির নেতারা চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হলে বিএনপির নেতারা খালেদা জিয়ার মুক্তির জোর দাবি তোলেন। পরিবারের পক্ষ থেকেও খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। সেই প্রেক্ষাপটে কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে সরকার শর্তসাপেক্ষে মুক্তির সিদ্ধান্ত দেয় ২৪ মার্চ। ওইদিনই তিনি মুক্তি পান।

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ কি বাড়ছে?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো ও শর্ত শিথিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে তার পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে খালেদা জিয়ার ভাই শামীম এস্কান্দার এ আবেদন পৌঁছে দেন। সেই আবেদন এখন আইন মন্ত্রণালয়ে। আইনমন্ত্রী আবেদনে ইতিবাচক সুপারিশ করলে সেটি আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবে। এরপরই সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়বে কি বাড়বে না সেটি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আজ সাজা ছয় মাস স্থগিত করে মতামত দেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে আবেদনটি পৌছায়।

এ প্রসঙ্গে গত বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তার নিজ দফতর সাংবাদিকদের জানান, খালেদা জিয়ার দণ্ডটা বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তারা আবার সময়টা এক্সটেনশন করার জন্য, আরও কিছু শর্ত শিথিল করে এক্সটেনশন চেয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে করা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানো,

মঙ্গলবার পরিবারের পক্ষ থেকে দণ্ড স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানোসহ কয়েকটি দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে দুই বছরের বেশি সময় কারাভোগের পর গত ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

শর্ত সাপেক্ষে মুক্তির পর থেকে ফিরোজাতেই দিন কাটে খালেদা জিয়ার। তিনি বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে যাননি গত এক বছরে। তাকে বাড়ির ছাদ বা আঙিনায় কখনও দেখা যায়নি।
বাসার নিরাপত্তা কর্মীরা জানান, মাঝেমধ্যে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার, বোন সেলিমা ইসলাম, কিংবা ভাইয়ের স্ত্রী আসেন দেখা করতে। এ ছাড়া তাকে দেখতে আসেন মেডিকেল টিম। দলীয় কোনো নেতাকর্মীদের এই বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। খালেদা জিয়ার আইনজীবী প্যানেলের কেউ কেউ মামলার প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করেন কালেভদ্রে। তাও অনুমতি নিয়ে, বহু আয়োজন করে এই সাক্ষাৎ করা লাগে।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা গত এক বছরে অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক ও স্বজনরা।
গুলশানে ‘ফিরোজা’ নামের যে বাড়িটিতে তিনি এখন থাকেন, সেটি দোতলা একটি বাড়ি। মূল ফটক ও দেয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। এই বাড়ির ভেতরে থাকেন খালেদা জিয়া। তাকে গত এক বছরে বাড়ির ছাদেও কেউ দেখেননি।

জানা গেছে, খালেদা জিয়ার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে পত্রপত্রিকা ও বই পড়ে। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন। পরিমিত খাবার খান, সেটিও চিকিৎসকের পরামর্শে। এছাড়া টেলিভিশনে খবর দেখেন মাঝেমধ্যে। আত্মীয় স্বজনরা আসলে তাদের সঙ্গে গল্প করেন তিনি। তবে তিনি খুব কম কথা বলেন।

মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিবাদ সভা

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর বিএনপি অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: রাজনের সভাপতিত্বে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিল, সাংবাদিক মুস্তাক হত্যার প্রতিবাদ ও গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন বাস্তবায়নে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, সদস্য মো: মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদল নেতা সোহাগসহ দলের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।